দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 31/8/82 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 1 ...

027

শিশুশিক্ষায় ইংরেজীভাষা

নাজমা ইসলাম

মাতৃভাষায় কথা বলতে, লিখতে, পড়তে যেকোন দেশে যেকোন কালে যেকোন ব্যক্তির কোন বিধিনিষেধের অবকাশ থাকে না। মাতৃভাষা পৃথিবীতে মানুষের সর্বপ্রথম অধিকার। জন্মের পরে শিশু তার প্রথম কথায় মাকে ডাকে তার মায়ের ভাষায়, তার মাতৃভাষায়। মায়ের মুখ থেকে শোনা এক একটি বুলি শিখে শিশু তার স্বপ্নের জাল বোনে। ভবিষ্যতের ভাবের জগৎ খুলে যায়, শিশু ভাবে তার মায়ের ভাষায়। মানুষ হতে হলে মানসিক বিকাশের জন্য মাতৃভাষাকেই অবলম্বন করে পৃথিবীর পথে পা ফেলতে হয়।

মাতৃভাষার মর্যাদাবোধ জাতীয় চেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় মাতৃভাষা বা মুখের ভাষা তথা লোকসাধারণের ভাষা তার সম্মানিত আসন পেতে জাতীয় জীবনের চেতনাবোধ তাকে নাড়া দিয়েছে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আধুনিক ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উচ্চ শ্রেণীর লোকদের ভাষা, দর্শন সাহিত্যের ভাষা এবং বিভিন্ন দেশীয় কথ্য ভাষা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ল্যাটিনই ছিল প্রচলিত। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলির কথ্য ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সে ভাষাতে কথা বলতেন না এবং লেখালেখির ক্ষেত্রেও সে ভাষা ব্যবহার করা যেত না। ফলে ল্যাটিন ভাষার বন্ধনে মানুষের চিন্তা ধর্মের গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে জাতীয় ভাষার উত্থান ইউরোপীয় সমাজজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করলো। জাতীয় চেতনার প্রয়োজনের তাগিদে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার মোড় ঘুরে গেল।

বাংলাভাষার প্রাচীন ইতিহাসও এর থেকে খুব একটা আলাদা নয়। রাজদন্ডের ভাষার অনুশাসন অনেক প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের লৌকিক ভাষাসমূহকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। দর্শন, সাহিত্য এবং উচ্চশ্রেণীর ভাষা ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষাকে আজ পর্যন্ত তার নিজস্ব মুক্তিতে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মর্যাদাসম্পন্ন আসন পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। বিধর্মী এবং নিচু শ্রেণীর এই লৌকিক ভাষা কালে কালে অনেক খাড়াই উৎরাই অতিক্রম করে বর্তমানে নিজস্ব সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দুশো বছরের শাসনামলের রাজদন্ডের ভাষা ইংরেজী আজো বাঙালীকে বিভ্রান্ত করে।

পৃথিবীর সর্বত্র আজ একথা সর্বজন স্বীকৃত যে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান প্রণালী অন্য কোন পরদেশী ভাষার চাইতে অধিক ফলপ্রসূ, সহজ এবং মৌলিকতার উন্মেষ মাতৃভাষা ব্যতীত সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের সর্বস্তরে শিক্ষাদানের মাধ্যম এখন বাংলা। কিন্তু বর্তমানে রাজধানী নগরীর বিভিন্ন শিশু শিক্ষালয়গুলোতে (কিন্ডার গার্টেন) যেভাবে ইংরেজী শেখানো হয় তাতে করে বাংলা ভাষা কি অবহেলিত অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে না। কেননা এ ধরনের শিশু শিক্ষালয়গুলোর মানদন্ড বিচার করা হচ্ছে অধিকতর ইংরেজী বই পাঠ্যতালিকায় সংযোজিত হয়েছে এবং ইংরেজী বিষয়টি কতবেশী করে পড়ানো হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে। কার্যতঃ এটি আমাদের সামাজিক মানদন্ড বিচারেরও অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষককে দেখে ইংরেজী কায়দায় গুডমর্নিং বলতে হয়। শিশু ইংরেজীতে ভালো না করলে পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। ভালো করে ইংরেজী উচ্চারণ করতে না পারলে সামাজিক মান কমে যায়। ফলে আমাদের শিশুরা আপ্রাণ চেষ্টায় ইংরেজী পাঠ করে তোতা পাখির মত। পরিণতিতে শ্রেণীসমূহে অধিক ফেলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরেজী।

শিশুদের পাঠ তালিকায় দেখা যায় তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী মাধ্যমে গ্রামার পড়তে হয়। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে হলে গ্রামার শিখতেই হবে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে ভাষা আগে শিখব না ভাষার ব্যাকরণ আগে শিখব। যদি তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষায় ব্যাকরণ পড়তে হয় তবে তৃতীয় শ্রেণীর আগেই ইংরেজী জানা দরকার। এখানে ইংরেজী ভাষা বুঝতে সক্ষম না হলে এই ভাষাতে ব্যাকরণ শিশু কি করে বুঝতে পারবে। এক্ষেত্রে ভাষা শেখার অবকাশ কোথায়। মূলতঃ দেখা যাচ্ছে কোমলমতি শিশুদের ভাষা শেখাও হচ্ছে না ব্যাকরণও শেখা হচ্ছে না। পরিণামে শিশুরা হীনমন্যতার শিকার হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের ভেবে দেখতে হবে, মাতৃভাষা যেখানে শিক্ষার বাহন সেখানে ইংরেজী শিখব আমরা কিভাবে। বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে নাকি ইংরেজী সাহিত্যের বিপুল ভান্ডার আমাদের শিশুদের সামনে তুলে ধরব। যদি ভাষা শিক্ষা উদ্দেশ্য হয় তাহলে নিচু শ্রেণীসমূহে অক্সফোর্ড কেম্বিজের বই আমাদের শিশুদের কতখানি কাজে লাগবে সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে, যদি ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে নিচু শ্রেণীতে সাহিত্য পাঠ রেখে উপরের ক্লাসেও বেশী করে অক্সফোর্ড কেম্বিজের বই কেন পড়ানো হবে না।

বর্তমানে যে প্রণালীতে আমাদের শিশুরা শ্রেণীসমূহে ইংরেজী পড়ছে এবং ইংরেজী পড়তে গিয়ে অধিক শ্রম এবং সময় ব্যয় করছে পরিণতিতে অকৃতকার্য হয়ে হীনমন্যতায় ভুগছে সেটি না করে তার শ্রম এবং সময় যদি কারিগরী শিক্ষা এবং মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয় তাহলে এর পরিণাম কি ফলপ্রসূ হবে না।

পাঠ্যতালিকায় এবং পাঠপ্রণালীতে ইংরেজী আর মাতৃভাষা একইভাবে কখনোই পড়ানো সম্ভব নয়। ভাষা শিক্ষা আর সাহিত্য শিক্ষা এক হবে না।

শিশুরা ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী। ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতীক। শুধুমাত্র বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শিশুরা জন্মগ্রহণ করেনি। সমাজ ও জাতির ঐতিহ্যের ধারকও শিশু। আজকের শিশুদেরই আগামী দিনের দায়িত্ব নিতে হবে। শৈশব শুধু আনন্দের নয়। গড়ে ওঠার প্রস্তুতিকাল। এ প্রস্তুতি দেহ মন দু দিক থেকেই। কাজে কাজেই এমন শিক্ষা আমাদের শিশুদের দিব না যাতে করে আগামী দিনের নাগরিকেরা একটা হীনমনতাবোধ নিয়ে বেড়ে ওঠে। সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতিও শিশুদের সজাগ সচেতন করে দেবার দায়িত্ব আমাদের। মাতৃভাষার প্রতি শিশুদের যত্নশীল এবং মর্যাদাবান হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে এবং এ থেকেই ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে।